রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, এপ্রিল ১, ১৯৯২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা: ৩১শে মার্চ, ১৯৯২/১৭ই চৈত্র, ১৩৯৮

এস, আর, ও ৭১-আইন/৯২—Bangladesh Irrigation Water Rate Ordinance, 1983 (XXXI of 1983) এর section 15 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার Bangladesh Irrigation Water Rate Rules, 1784 বাতিলক্রমে নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা।—এই বিধিমালা সেচকর বিধিমালা, ১৯৯২ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "আইন" অর্থ Bangladesh Irrigation Water Rate Ordinance, 1983 (XXXI of 1983);

(খ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, কর্পোরেশন;

(গ) "কর্পোরেশন" অর্থ আইনের ধারা 2(d) তে সংজ্ঞায়িত Corporation;

(ঘ) "কমাণ্ড এলাকা" অর্থ সেচ যন্ত্রের দ্বারা সাধারণভাবে যে পরিমাণ জমিতে সেচের পানি দেওয়া যায় সেই জমি;

মূল্য: টাকা ৩.০০

(ঙ) "প্রজ্ঞাপিত এলাকা" অর্থ ধারা 4(1) এর অধীন ঘোষিত notified area;

(চ) "বোর্ড" অর্থ আইনের ধারা 2(b) তে সংজ্ঞায়িত Board;

(ছ) "মালিক" অর্থে দখলদারকেও বুঝাইবে;

(জ) "সেচকর কর্মকর্তা" অর্থ এই বিধিমালার অধীন সেচকর নির্ধারণের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত বা মনোনীত কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি;

(ঝ) "সমিতি" অর্থ প্রচলিত আইনের অধীনে নিবন্ধীকৃত যে কোন সমিতি, আউটলেট বা টার্নআউট কমিটি;

(ঞ) "সেচযন্ত্র" অর্থ সেচের জন্য ব্যবহৃত যে কোন ধরনের ডিজেল বা বিদ্যুৎ চালিত নলকূপ বা পাম্প;

(ট) "ধারা" অর্থ আইনের কোন section;

(ঠ) "টার্ন আউট বা আউটলেট" অর্থ প্রজ্ঞাপিত এলাকায় সেচ খাল হইতে গ্রাভিটি প্রবাহের (gravity flow) মাধ্যমে সেচ পানি সরবরাহের নিয়ন্ত্রণ মুখ।

৩। সেচকর আরোপের প্রস্তাব।—কোন এলাকার কৃষি জমিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বা বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন সেচের জন্য পানি সরবরাহ বা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিলে, তজ্জনিত কারণে উপকৃত জমির উপর সেচকর আরোপের উদ্দেশ্যে উক্ত এলাকাকে ধারা 4(1) এর অধীন প্রজ্ঞাপিত এলাকা ঘোষণা করিয়া উহাতে সেচকর আরোপ করার প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট দাখিল করিবে এবং উক্ত প্রস্তাবের সহিত এলাকাটির পূর্ণ বর্ণনা ও সূচী ম্যাপ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য থাকিতে হইবে।

৪। প্রজ্ঞাপিত এলাকা ঘোষণা, ইত্যাদি।—(১) বিধি ৩ এর অধীন পেশকৃত প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, প্রস্তাবে উল্লিখিত এলাকা বা উহার অংশবিশেষ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত বা নিয়ন্ত্রিত পানি দ্বারা উপকৃত হইবে, তাহা হইলে সরকার উক্ত এলাকা বা উহার অংশ বিশেষকে সেচকর আরোপের জন্য ধারা 4(1) এর ক্ষমতাবলে, প্রস্তাবটি পাওয়ার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, প্রজ্ঞাপিত এলাকা ঘোষণা করিবে এবং যদি সরকার অনুরূপভাবে সন্তুষ্ট না হয়, তাহা হইলে উক্ত সময়ের মধ্যে প্রস্তাবটি নাকচ করিয়া কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিবে।

(২) প্রজ্ঞাপিত এলাকার মধ্যে জমি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে জমির মালিক সংক্ষুব্ধ হইলে, প্রজ্ঞাপন জারীর এক মাস সময়ের মধ্যে সরকারের নিকট তাহার আপত্তি পেশ করার অধিকার থাকিবে এবং এই অধিকারের বিষয়টি প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের কপি সরকার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ ও তহশিল কাচারীর নোটিশ বোর্ডে অন্যূন এক মাস সময়ের জন্য ঝুলাইয়া রাখিবে এবং প্রজ্ঞাপিত এলাকার হাট-বাজারে ঢোল পিটাইয়া প্রজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করিবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত আপত্তি, উহা পেশের শেষ তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে, বিবেচনা করিয়া সরকার আপত্তিকারীকে শুনানীর প্রয়োজনীয় সুযোগ দিয়া হয় সংশ্লিষ্ট জমি প্রজ্ঞাপিত এলাকা হইতে বাদ দিবে, না হয় উক্ত সময়ের মধ্যে আপত্তি নাকচ করিবে।

৫। সেচকর হার নির্ধারণ সুপারিশ।—প্রজ্ঞাপিত এলাকায় সেচকর হার ধার্যকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে সেচকর হার পরিমাণ দর্শাইয়া একটি প্রস্তাব সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে, যথাঃ—

(ক) প্রজ্ঞাপিত এলাকায় মৌসুমওয়ারী সেচ সুবিধাপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ;

(খ) প্রজ্ঞাপিত এলাকায় সেচ প্রকল্প স্থাপনাসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবত ব্যয়, প্রকল্পের কর্মচারীদের বেতন, ভাতাসহ অন্যান্য সংস্থাপন খরচ এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানী, সেচনালা খনন ও পুনঃখননসহ অন্যান্য খাতে ব্যয়।

৬। প্রকল্পের খরচ পুনর্ভরণ।—সেচকর হার ধার্যকালে সেচপ্রকল্প স্থাপনাসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয়িত অর্থের শতকরা কত ভাগ উপকৃত জমির মালিক হইতে পুনর্ভরণ করা সংগত হইবে উহা সরকার বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

৭। সেচকর ধার্যকরণ, ইত্যাদি।—(১) বিধি ৫ এর অধীন প্রাপ্ত প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া সরকার প্রতিটি প্রজ্ঞাপিত এলাকার জন্য সেচযন্ত্র এবং টার্নআউট বা আউটলেটভিত্তিক সেচকর ধার্য করিবে।

(২) অর্থ বৎসর (অর্থাৎ ১লা জুলাই হইতে ৩০শে জুন পর্যন্ত) এর হিসাবে সেচকর ধার্য করা হইবে এবং সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসর শুরু হইবার পূর্বে এবং ৩১শে মার্চ এর মধ্যে সেচকর ধার্য করা হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন ধার্যকৃত সেচকর সরকার কর্তৃক বাতিল না করা পর্যন্ত বা ধার্যকৃত সেচকর পুনঃধার্য না করা পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

(৪) যে প্রজ্ঞাপিত এলাকা বা উহার অংশবিশেষ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা দ্বারা সেচকর আদায় করা হইবে না, সে প্রজ্ঞাপিত এলাকা বা অংশবিশেষে প্রত্যেক সেচযন্ত্র, টার্নআউট বা আউটলেটের জন্য ধার্যকৃত সেচকরের সহিত ২০% অতিরিক্ত টাকা আদায় খরচ হিসাবে যোগ করা হইবে এবং জমির মালিকগণ উহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৮। সেচকর পরিশোধের সময়সীমা, ইত্যাদি।—(১) সেচকর প্রতি বৎসর জুলাই হইতে জুন মাসের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) অগ্রিম হিসাবে পরবর্তী আর্থিক বৎসরের সেচকর পরিশোধ করা হইলে ২০% হারে রেয়াত দেওয়া হইবে এবং চলতি আর্থিক বৎসরের সেচকর ১লা জুলাই হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর এর মধ্যে পরিশোধ করা হইলে ১০% হারে রেয়াত দেওয়া হইবে।

৯। ডিমাণ্ড নোটিশ।—প্রতিটি সেচযন্ত্র, টার্নআউট বা আউটলেটভিত্তিক ধার্যকৃত সেচকরের ডিমাণ্ড নোটিশ প্রস্তুত করিয়া সেচকর কর্মকর্তা উহা জারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন জারীতব্য সকল নোটিশ রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে বা কর্তৃপক্ষের কর্মচারীর মাধ্যমে প্রাপ্তি স্বীকার রশিদে প্রাপকের স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়া জারী করা হইবে।

(৩) প্রাপক যদি কোন সমিতি হয়, তাহা হইলে উহার নির্বাহী কর্মকর্তা বা কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্যের নিকট জারী করা হইলে এই বিধির অধীন নোটিশ জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) নোটিশ প্রাপক নোটিশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে বা অফিস চলাকালীন বা, ক্ষেত্রমত, তাহার সাধারণ বাসস্থানে স্বাভাবিকভাবে থাকার সময়ে তাহাকে পাওয়া না গেলে, নোটিশের একটি কপি সমিতি অফিস বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বাসস্থানের বিশেষ স্থানে লটকাইয়া বা সাঁটিয়া দিয়া জারী করা হইবে এবং এইরূপে জারীকৃত নোটিশ এই বিধির অধীন যথাযথভাবে জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১০। সময়সীমার মধ্যে সেচকর পরিশোধ না করার দণ্ড।—(১) এই বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেচকর পরিশোধ করা না হইলে অপরিশোধিত সেচকরের উপর বাৎসরিক ১৫% হারে সুদ আরোপ করা হইবে।

(২) চলতি অর্থ বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর এর মধ্যে সুদসহ পূর্ববর্তী বৎসরের সেচকরের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য সংশ্লিষ্ট সেচযন্ত্র বন্ধ করা যাইতে পারে এবং টার্নআউট বা আউটলেট এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট টার্নআউট বা আউটলেট বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

১১। সেচযন্ত্রের লাইসেন্স।—(১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে কোন সেচযন্ত্র কোন প্রজ্ঞাপিত এলাকায় ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) সেচযন্ত্রের লাইসেন্সের জন্য ফরম 'ক'তে আবেদন করিতে হইবে এবং ফরম 'খ'তে লাইসেন্স প্রদান করা হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্সের মেয়াদ তিন বৎসর হইবে এবং মেয়াদান্তে উহা নবায়নযোগ্য হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে এই বিধির অধীন লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করা যাইবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে সেচযন্ত্র লাইসেন্স প্রদান করা হইবে।

(৬) এই বিধির অধীন লাইসেন্সকৃত নয় এমন কোন সেচযন্ত্র কোন প্রজ্ঞাপিত এলাকায় ব্যবহার করা হইলে উহা বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

১২। সেচকর আদায়, ইত্যাদি।—(১) এই বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে, সেচকর এবং অন্যান্য পাওনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত বা মনোনীত ব্যক্তি আদায় করিবেন।

(২) উপ-বিধি(১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রজ্ঞাপিত এলাকার লাইসেন্সপ্রাপ্ত সেচযন্ত্রের মালিক, সমিতি বা তাহার বা উহার মনোনীত প্রতিনিধির সহিত সম্পাদিত চুক্তিমূলে উক্ত মালিক বা সমিতিকে সেচকর আদায় করার দায়িত্ব অর্পণ করা যাইতে পারে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সেচকর আদায়কারী ব্যক্তি বা সমিতিকে তৎকর্তৃক আদায়কৃত সেচকরের শতকরা বিশ অংশ আদায় খরচ বাবদ পারিতোষিক হিসাবে প্রদান করা হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি বা সমিতি আদায়কৃত সেচকর হইতে পারিতোষিকের টাকা কর্তন করিয়া বাকী টাকা সরকারী ট্রেজারী বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যাংকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত খাতে জমা করিবে এবং আদায়ের তারিখ হইতে তিন দিনের মধ্যে উহা জমা করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন জমা গ্রহণকারী ট্রেজারী বা ব্যাংক জমার একটি রশিদ জমাদানকারী ব্যক্তিকে দিবে এবং অন্য একটি রশিদ জমা গ্রহণের সাথে সাথে কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দিবে।

(৫) সেচকর আদায়কারী কোন ব্যক্তি এই বিধির বিধান অনুযায়ী যথাসময়ে আদায়কৃত সেচকর জমা করিতে যদি ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি আদায়কৃত টাকা সাময়িকভাবে আত্মসাত করিয়াছেন বলিয়া গন্য হইবেন, এবং সেচকর আদায়কারী ব্যক্তি যদি কোন

সমিতি হয়, তাহা হইলে উহার নির্বাহী কর্মকর্তা, যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, উহা আত্মসাত করিয়াছেন বলিয়া গন্য হইবেন এবং জমা প্রদানে ব্যর্থ ব্যক্তি বা সমিতির সেচযন্ত্র বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে এবং টার্নআউট বা আউটলেট বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

১৩। সেচকর লাঘব।—ধারা 6 এর 'বিধানসম্মতভাবে কোন প্রজাপিত এলাকার ফসলের ক্ষতি হইলে উক্ত ক্ষতির তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ নিজ উদ্যোগে বা কর প্রদানকারী ব্যক্তি বা সমিতির আবেদনক্রমে এলাকাটি সরেজমিনে তদন্ত করিয়া সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করিতে পারে এবং উক্ত সুপারিশ বিবেচনা করিয়া সরকার, সুপারিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে, সেচকর লাঘবের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

১৪। আপীল।—(১) ধারা 8, 9 ও 10 এর অধীন ডিপুটি কমিশনার বা ধারা 2(f) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা কর্তৃক আরোপিত অর্থদণ্ডের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, অর্থ দণ্ডের আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, অর্থদণ্ড আরোপকারী কর্মকর্তার উর্দ্ধতন কর্মকর্তার নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবে।

(২) আপীল ফি বাবত বিশ টাকা সরকারী ট্রেজারী বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত খাতে জমা করিয়া জমার রশিদ আবেদনের সহিত সংযুক্ত না করিলে আপীল গ্রহণযোগ্য হইবে না।

ফরম-ক

সেচযন্ত্রের লাইসেন্স এর জন্য আবেদন পত্র

বিধি ১১(২) দ্রষ্টব্য

শুধু অফিসের কাজের জন্য

ক্রমিক নম্বরঃ ..... আবেদন গ্রহণের তারিখঃ

উপজেলা ঃ ....., জেলাঃ .....

১। আবেদনকারীর নাম ঃ

(ক) ব্যক্তিমালিকানাধীন সেচযন্ত্র—

(১) মালিকের নাম ঃ .....

(২) মালিকের পিতার নাম ঃ .....

(খ) সমিতির মালিকানাভুক্ত সেচযন্ত্র—

(১) সমিতির নাম ঃ .....

(২) রেজিষ্ট্রেশন নম্বর, যদি থাকে ঃ .....

(৩) সমিতির পক্ষে আবেদনকারীরঃ নাম(সমিতির ক্ষমতা প্রদান বিষয়ে রেজিলিউশন দিতে হইবে) .....

২। আবেদনকারীর পূর্ণ ঠিকানা

গ্রাম ঃ ..... ডাকঘর ঃ .....

উপজেলা ঃ ..... জেলা ঃ .....

৩। সেচ যন্ত্রের প্রকার

(ক) ডিজেল/বিদ্যুত চালিত ঃ .....

(খ) সেচযন্ত্রের দ্বারা পানি পাম্পের ক্ষমতাঃ কিউসেক

(গ) ইঞ্জিন/মটরের মেক ঃ ..... মডেলঃ .....

(ঘ) পাম্পের মেক ঃ ..... মডেলঃ .....

(ঙ) ইঞ্জিন/মটরের নম্বর ঃ .....

৪। সেচযন্ত্র বসানোর প্রস্তাবিত স্থান ঃ

(ক) দাগ নম্বর ঃ ..... (খ) মৌজা ..... (গ) জে,এল,নম্বর ঃ ....

(ঘ) খালের নাম ঃ ..... (ঙ) খালের পাড় ঃ .....
(বাম/ডান)

(চ) ইউনিয়ন ঃ ..... (ছ) উপজেলাঃ .....

৫। প্রস্তাবিত সেচযন্ত্রের কমাণ্ড এলাকাঃ ..... একর .....
(মৌজা ম্যাপ সংযুক্ত করিতে হইবে)

৬। কমাণ্ড এলাকার কমাণ্ড এলাকায় জমির মালিক এর তালিকা নিম্নের ছক মোতাবেক প্রস্তুত করে দরখাস্তের সাথে দিতে হইবে।

ক্রমিক নম্বর	জমির মালিক	দাগ নম্বর	জমির পরিমাণ(একর)	দস্তখত

৭। লাইসেন্স ফি ট্রেজারী বা ব্যাংকে জমা করা হইলে উহার চালান দরখাস্তের সাথে দিতে হইবে।

৮। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য/চেয়ারম্যান এর প্রত্যায়ন ঃ

আমি এই মর্মে প্রত্যায়ন করিতেছি যে ক্রমিক নম্বর ১-২ এ বর্ণিত আবেদনকারী আমার পরিচিত এবং সে আমার ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা।

....

ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের স্বাক্ষর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

৯। কর্তৃপক্ষের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রত্যায়ন পত্র (শুধুমাত্র অফিসের জন্য)—

(ক) সেচকমিটি কারিগরী এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য বিধায় লাইসেন্স জারীর জন্য সুপারিশ করা হইল।

(খ) নিম্নোক্ত কারণ/কারণের জন্য সেচকমিটি কারিগরী/সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় লাইসেন্স জারীর জন্য সুপারিশ করা হইল না।

(১)

(২)

(৩)

ফরম 'খ'

(বিধি ১১(২) দ্রষ্টব্য)

লাইসেন্স নম্বরঃ ..... তারিখঃ .....

বরাবর

জনাব/জনাবা ..... (মালিক/প্রতিনিধি)

সমিতির নাম ..... (সমিতির বৈশিষ্ট্য)

..... (ঠিকানা)

কর্তৃপক্ষ আনন্দের সাথে নিম্ন বর্ণিত সেচ স্কীম একটি সেচযন্ত্র (ক্ষমতা কিউসেক, ইঞ্জিনের মেক ..... ,মডেল ..... নম্বর ..... , স্থাপনের লাইসেন্স করিয়াছে ঃ

খালের নামঃ ....., পাড় ..... (বাম/ডান)

মৌজাঃ ....., জে,এল, নম্বর ....., দাগ নম্বর

ইউনিয়নঃ ....., উপজেলা ....., জেলা ..... ।

২। নিম্নবর্ণিত শর্তপালন সাপেক্ষে লাইসেন্স তিন বৎসরের জন্য বলবৎ থাকিবে ঃ

(১) কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ছাড়া সেচযন্ত্র হস্তান্তর করা যাইবে না ;

(২) সেচযন্ত্র পরিবর্তন করা হইলে তাহা পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে;

(৩) বিক্রয় কিংবা অন্য কোনভাবে সেচযন্ত্রের মালিকানা পরিবর্তন করা হইলে মালিকানা পরিবর্তনের পরবর্তী ৭(সাত) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে;

(৪) সেচযন্ত্রের লাইসেন্সের নম্বর প্লেট সেচযন্ত্রের গায়ে লিখিয়া রাখিতে হইবে;

(৫) সেচকর আদায় এবং জমাদান বিষয়ে সকল কাজ আইন ও এই বিধিমালার বিধান মোতাবেক হইবে;

(৬) সেচযন্ত্রের লাইসেন্সধারীকে তাহার সেচযন্ত্রের জন্য নির্ধারিত সেচকর আদায়ের জন্য কর্তৃপক্ষের সাথে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিতে হইবে ।

(৭) উপরোল্লিখিত যে কোন শর্ত বা আইন বা এই বিধিমালার কোন শর্ত ভংগের কারণে লাইসেন্স আপনা আপনি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

লাইসেন্স ফরমের পিছনে মুদ্রণকৃত

লাইসেন্স বলবৎকাল	কর্মকর্তার স্বাক্ষর	অফিসের সিল

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোহাম্মদ আসাফউদ্দৌলাহ
সচিব।

বদিউর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।